



পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
রেড ফ্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল ৮-১০)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
www.pallisanchoybank.gov.bd

নং-পসব্য/প্রকা/প্রশা-১৬/২০২৩-২৪/৪৬৯

তারিখঃ ২৭/০৮/২০২৪ খ্রি.

- ১) জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সকল)।
- ২) শাখা ব্যবস্থাপক (সকল)।

বিষয়ঃ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২ এর অন্যান্য ধারাসমূহ পরিপালনসহ ধারা-৪২, ৪৩, ৪৪ ও ৪৬ যথাযথ ভাবে পরিপালন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

২। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২ এর অন্যান্য প্রবিধানসমূহ পরিপালনসহ নিম্নোক্ত প্রবিধানসমূহ বিশেষ ভাবে পরিপালনের জন্য অত্র ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী-কে নির্দেশনাসহ পরামর্শ প্রদান করা হলো এবং প্রবিধান ৪২ এর নির্দেশনা পরিপালনকল্পে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সম্পদের হিসাব বিবরণী ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

ধারা-৪২ সম্পত্তি ঘোষণা। “(১) প্রত্যেক কর্মচারীকে চাকরিতে প্রবেশের সময়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে, তাহার অথবা তাহার পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন বা দখলে থাকা শেয়ার, সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি, বীমা পলিসি এবং মোট ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা বা ততোধিক মূল্যের অলংকারাদিসহ সকল স্বাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে ব্যাংকের নিকট ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত ঘোষণায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা:-

(ক) যে জেলায় সম্পত্তি অবস্থিত উক্ত জেলার নাম;

(খ) ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার অধিক মূল্যের প্রত্যেক প্রকারের অলংকারাদি পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(গ) সরকারের সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে আরও যে সকল তথ্য যাচনা করা হয়।

(২) প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর ডিসেম্বর মাসে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রদত্ত ঘোষণায় অথবা বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত সম্পত্তির হ্রাস বৃদ্ধির হিসাব বিবরণী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যাংকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।”

নির্দেশনাঃ সম্পত্তি সংক্রান্ত ঘোষণা পত্র ৩০/০৬/২০২৪ ডিভিক সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ-কে সংযুক্ত ছক (২ পাতা) মোতাবেক পূরণ পূর্বক আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার বরাবর প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

ধারা-৪৩। “রাজনীতি এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ। (১) কোনো কর্মচারী কোনো রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক দলের কোনো অঙ্গ সংগঠনের সদস্য হইতে অথবা অন্য কোনোভাবে উহার সহিত যুক্ত হইতে পারিবেন না, অথবা বাংলাদেশে বা বিদেশে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিতে বা কোনো প্রকারে সহায়তা করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো কর্মচারী তাহার তত্ত্বাবধানের অধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন বা তাহার উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত কোনো আইনে সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্য বলিয়া গণ্য হয়, এইরূপ কোনো আন্দোলনে বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে বা যেকোনো উপায়ে সহযোগিতা করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

৩) কোনো কর্মচারী বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অথবা কোনো স্থানীয় সংস্থা বা পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে বা নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করিতে অথবা অন্য কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করিতে বা প্রভাব খাটাইতে পারিবেন না।

(৪) যদি কোনো কর্মচারী ভোটারদের উদ্দেশ্যে কোনো বক্তৃতা প্রদান করিয়া থাকেন অথবা অন্য কোনো প্রকারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজেকে প্রার্থী হিসাবে বা সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে জনসম্মুখে কোনো ঘোষণা প্রদান করিয়া থাকেন বা ঘোষণা করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি উপ-প্রবিধান (৩) এর বিধান অনুযায়ী উক্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(৫) স্থানীয় সংস্থা বা পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হইবার জন্য একজন কর্মচারীর ক্ষেত্রে কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন বা সরকারের কোনো আদেশে অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে, উক্ত সংস্থা বা পরিষদসমূহের নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপ-প্রবিধান (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত বিধানসমূহ যতটুকু প্রয়োগযোগ্য ততটুকু প্রযোজ্য হইবে।

৩৮

২

(৬) কোনো আন্দোলন বা কর্মকান্ড এই প্রবিধানের আওতাধীন হয় কিনা, তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে উক্ত বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।”

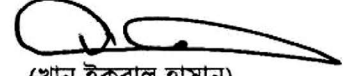
নির্দেশনাঃ নির্দেশনাসমূহ পরিপালনের জন্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ-কে পরামর্শ প্রদান করা হলো।

ধারা-৪৪। “নারী সহকর্মীদের প্রতি আচরণ। কোনো কর্মচারী নারী সহকর্মীদের প্রতি এইরূপ কোনো ভাষা ব্যবহার বা আচরণ করিতে পারিবেন না, যাহা অনুচিত এবং অফিসিয়াল শিষ্টাচার ও নারী সহকর্মীদের মর্যাদার হানি ঘটায়।”

নির্দেশনাঃ নির্দেশনাসমূহ পরিপালনের জন্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ-কে পরামর্শ প্রদান করা হলো।

ধারা-৪৬। “সরকারি সিদ্ধান্ত, আদেশ। কোনো কর্মচারী সরকারের বা কর্তৃপক্ষের কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ পালনে জনসম্মুখে আপত্তি উত্থাপন করিতে বা যেকোনো প্রকারে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না, অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে তাহা করিবার জন্য উৎসাহিত বা প্ররোচিত করিতে পারিবেন না।”

নির্দেশনাঃ নির্দেশনাসমূহ পরিপালনের জন্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ-কে পরামর্শ প্রদান করা হলো।



(খান ইকবাল হাসান)

উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

এবং

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)



অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে।

১. স্টাফ অফিসার টু চেয়ারম্যানের সচিবালয়, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. স্টাফ অফিসার টু ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩. স্টাফ অফিসার টু উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. স্টাফ অফিসার টু মহাব্যবস্থাপকের দপ্তর (সকল), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫. বিভাগীয় প্রধান (শৃঙ্খলা ও আপিল বিভাগ), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬. প্রোগ্রামার, আইসিটি অপারেশন বিভাগ, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৭. অফিস নথি/মহানথি।

সম্পদের হিসাব বিবরণী
(স্বাবর)

সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১৩(১)বিধি

আমি..... পরিচিতি নম্বর যদি থাকে-----

পদবীঃ..... চাকুরীতে যোগদানের তারিখঃ.....

বর্তমান কর্মস্থলঃ..... এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, আমার/আমার
পরিবারের সদস্যগণের নামে চাকুরীতে প্রথম যোগদানের তারিখ পর্যন্ত নিম্নে বর্ণিত সম্পদ/সম্পত্তি বিদ্যমান
আছেঃ

সম্পদ/সম্পত্তির বিবরণ	সম্পদ অর্জনের তারিখ	যার নামে অর্জিত	সম্পদ/সম্পত্তির প্রকৃতি ও অবস্থান	সম্পত্তির পরিমান	কিভাবে অর্জিত ও অর্জনের তারিখে মূল্য	ক্রয় হলে অর্থের উৎস	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১) জমি (কৃষি/অকৃষি)							
২) ইমারত							
৩) বসতবাড়ী							
৪) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান							
মোট							

**সম্পদের হিসাব বিবরণী
(অস্থাবর)**

সম্পদ/সম্পত্তির বিবরণ	সম্পদ অর্জনের তারিখ	যার নামে অর্জিত	সম্পদ/সম্পত্তির প্রকৃতি ও অবস্থান	সম্পত্তির পরিমান	কিভাবে অর্জিত ও অর্জনের তারিখে মূল্য	ক্রয় হলে অর্থের উৎস	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১) অলংকারাদি							
২) স্টকস							
৩) শেয়ার							
৪) বীমা							
৫) নগদ/ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ							
৬) মোটর ভেহীকলস্							
৭) ইলেকট্রনিক্স জিনিষপত্র (কম্পিউটার, টেলিভিশন, এয়ারকুলার, রেফ্রিজারেটর, ওভেন ইত্যাদি)							
মোট							

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত সম্পদ/সম্পত্তি (স্থাবর/অস্থাবর) বিবরণী আমার জ্ঞাত ও বিশ্বাসমতে সত্য। এমন কোন সম্পদ/সম্পত্তি (স্থাবর/অস্থাবর) বিবরণী এ হিসাব বিবরণী হতে গোপন করা হয়নি, যাতে আমার নিজের অথবা আমার পরিবাবের সদস্যগণের মাধ্যমে স্বার্থ বিহিত আছে।

স্বাক্ষর :

নাম :